182. Pc. 903. 11.

পারিবারিক জীবন।

RARE BOOK

শ্রীপ্রসন্নতারা গুপ্ত

প্রণীত।

NATIONAL LIBRARY
No. 4430
DATE 12/10/
CALCUTTA

"শকুন্তলাতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্‌. এ.

মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং কিওঙ্কর হাউস, কটক হইতে
শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রাজকুমার গুপ্ত

মাতুল মহাশয় শ্রীচরণেষু।

যে সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না বলিলেই হয়, সেই সময় আপনি আমার শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আপনার সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে আমার মনে সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়। নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের জন্য তাহা রীতিমত বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। সেই সামান্য অঙ্কুর হইতে যে অর্দ্ধমৃত বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে "পারিবারিক জীবন" নামে ক্ষুদ্র ফল তাহা হইতেই প্রসূত। ইহা অন্যের নিকট আদরণীয় না হইলেও আপনার নিকট নিতান্ত উপেক্ষণীয় হইবে না, এই আশায় ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে ইহা আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। ইতি

লালবাগ, কটক।
১লা শ্রাবণ, ১৩১০।

আপনার স্নেহের
প্রসন্নতারা।

ভূমিকা।

পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রীর ধারণা অতি উচ্চ, সুন্দর ও বিশুদ্ধ :—

"শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে এই ধ্রুব বাক্য নিহিত থাকা উচিত যে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি নাই, এতদপেক্ষা আমাদের আরও কিছু উচ্চ উদ্দেশ্য ও উচ্চকার্য্য করণীয় রহিয়াছে। সংসারে খাওয়া পরা ভিন্ন আরও অধিক কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ থাকিয়া সেই মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া যাওয়া অন্যায়। মনুষ্যের মন কেবল বিষয় সুখে তৃপ্ত হয় না। গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় সুখ দুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পূর্ণরূপ পালন করিতে পারিলেই গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংসারের বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে যাঁহার আত্মা দিগ নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় নিরন্তর ঠিক লক্ষ্যাভিমুখীন থাকিতে সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করেন এবং ইহকালে অপার শান্তি ও পরকালে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হন। এই প্রকার আদর্শ সংসারীই জীবনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।"

এই ধারণার বশে এই গ্রন্থখানি লিখিত।

শুধু পুরুষ লইয়া পরিবার হয় না; শুধু স্ত্রী লইয়াও পরিবার হয় না। পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইলে তবে পরিবার হয়। ইহাতে বুঝিতে হয় যে

পুরুষ ও স্ত্রী এক নয়, উহাদের দুইয়ে প্রভেদ বা পার্থক্য আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই প্রভেদ বা পার্থক্যের কথা কহিয়া গ্রন্থকর্ত্রী অতি যুক্তিযুক্ত এবং প্রণালীশুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন।

কেবল পুরুষ অথবা কেবল স্ত্রী লইয়া পরিবার না হইতে পারিবার অর্থ এই যে, পারিবারিক জীবন যাপনার্থ যাহা আবশ্যক, পরিবারে একই প্রকৃতি বা একই স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিলে, তাহা হয় না বা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, পরিবার পালন ও রক্ষা করণার্থ কতকগুলি কাজ পুরুষ নহিলে হয় না, আর কতকগুলি কাজ স্ত্রী নহিলে হয় না। পুরুষে যাহা করিয়া থাকে স্ত্রীলোকেও তাহা করিতে পারে এবং করিবার অধিকারিণী, গ্রন্থকর্ত্রী এই উদ্দাম এবং উচ্ছৃঙ্খল মতের একবারেই অনুমোদন করেন না। 'শিক্ষা ও স্বাধীনতা' নামক অধ্যায়ে (৮১ পৃষ্ঠায়) তিনি অতি পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন—'সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ পরস্পরের দেহ, মন ও কার্য্যক্ষমতা সবই বিভিন্ন।' পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এই যে স্বাভাবিক ও মৌলিক প্রভেদ আছে, বড় আহ্লাদের বিষয়, গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থের কোন অংশেই এবং কোন কথাতেই তাহা বিস্মৃত হন নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে এখন অনেকে পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দেখিতে ইচ্ছা করেন না, ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোরতর পক্ষপাতী। গ্রন্থকর্ত্রী একবারেই সেরূপ নহেন। বড় বিচক্ষণতা সহকারে তিনি উক্ত অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"যাঁহারা শিশুকাল হইতে কেবল শিক্ষা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগ দেখাইয়াছেন বিবাহের পর স্বামীর গৃহে কর্ত্রী হইয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হইয়াছে। দাস দাসীগণ গৃহকর্ত্রীকে অনভিজ্ঞ বুঝিয়া সময় ও সুবিধা মতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের ত্রুটি করে না। * * * * *

* * বিবাহের পর স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষায় ও অশিক্ষার বড় বেশী তারতম্য থাকে না, কারণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পুত্র কন্যার মা হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে বি, এ, এম্, এ, পাশ মাতার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শরীর নষ্ট না করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন ও গৃহকর্ম্ম শিশুপালন প্রভৃতির জন্য শিক্ষা করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গলের কারণ হয়।" গ্রন্থকর্ত্রীর এই কথায় কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়, ভূয়োদর্শনেরও পরিচয় রহিয়াছে। ভূয়োদর্শনে যাহা নির্ণীত বা সমর্থিত হয়, তাহার গুরুত্ব বড় বেশী, তাহার যাথার্থ্য সহজে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কুমারী মার্টিনোর ন্যায় পণ্ডিতা রমণী বলিয়াছেন যে, যে সকল স্ত্রীলোকের বিদুষী হইবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন বিবাহ না করেন।

গ্রন্থকর্ত্রী কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতিনী। শিক্ষা ও স্বাধীনতা নামক অধ্যায়ে তিনি স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড় বিচক্ষণতা সহকারে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতার প্রকৃতি ও পরিমাণ প্রায়, কেহই নিরূপণ করেন না। তিনি কিন্তু তাহা করিয়াছেন—এত সুন্দরভাবে করিয়াছেন যে তাঁহার গুটিকতক কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ৯২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :—"সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত সুখকর বটে। প্রেমই ইহার মূল। ঐ প্রেমদ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাসন করেন, মনুষ্য তাহার ছায়া মাত্র। পতি পত্নী পরস্পর প্রেমাধীন, সন্তান সন্ততি পিতামাতার স্নেহাধীন, পিতামাতাও যে সন্তানের অধীন নহেন তাহা বলা যায় না। পিতামাতাও সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধায় বশীভূত, তাহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হন না, ইহা কি সামান্য অধীনতা? এ জগতে সকলেই কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের অধীনতা

স্বীকার করে, তাহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক নহে; ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতিই পরস্পরের উপর কার্য্য করে। এ প্রকার অধীনতা কষ্টের কারণ নহে বরং সুখের কারণ। ইহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞা পালন না করাতে পুত্র কন্যার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অবাধ্য হইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রকাশে স্বাধীনতার মহত্ব রক্ষা হয় না। এ সকল স্বাধীনতা নহে, উদ্ধত প্রকৃতির কার্য্য।" স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী স্বেচ্ছাচারিতার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন; স্বাধীনতাবাদিনী হইয়াও স্বাধীনতাকে নানা শৃঙ্খলে বাঁধিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে 'যাবতীয় অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিলেই স্বাধীনতা রক্ষা হয়;' আর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একটু বেশী কথাও বলিয়াছেন:—"স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভর করে, এই পুরাতন কথাটী অসত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ নির্ভরের ভাব স্ত্রীপ্রকৃতিতে অধিক প্রবল দেখা যায়" (৪ পৃষ্ঠা)। এইরূপ সকল কথার আলোচনাতেই দৃষ্ট হয় যে গ্রন্থকর্ত্রী কোথাও পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতির পার্থক্য বিস্মৃত হয়েন নাই। বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার এই পার্থক্যজ্ঞান এত গভীর ও প্রবল যে গৃহই যে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহশূন্যার ন্যায় তাঁহার গ্রন্থের দীর্ঘতম অধ্যায়ে কেবল 'স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের' কথা কহিয়াছেন। অতি সুন্দর ভাবেই সে কথা কহিয়াছেন। বড় পাকা গৃহিনী না হইলে ছোট বড় সমস্ত গৃহকর্ম্মের কথা অমন করিয়া কহিতে পারা যায় না। ঐ সব কথা অমন করিয়া কহিতে গিয়া তিনি আপন সমাজ বা সম্প্রদায়ের কাঁচা এবং নবীনা গৃহিনীদিগকে যে ভাবে শাসাইয়া দিয়াছেন

তাহাতে পরিষ্কার বুঝিয়াছি যে গৃহিণীদিগের মধ্যে তিনি বড় উচ্চ আসনে আসীনা। সেই উচ্চ আসনে বসিয়া যাহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অপূর্ব্ব উদারতা এবং পক্ষপাতশূন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ গ্রন্থের সকল স্থানেই তাঁহার এইরূপ উদারতা ও পক্ষপাতশূন্যতার পরিচয় পাইয়া আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার অনেক কথা আমি অনুমোদন করিতে পারি না। কিন্তু সে সব কথাও যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ভূত নহে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত গ্রন্থে তাঁহাকে বড় উদারমনা দেখিলাম।

শুধু পুরুষ লইয়া পরিবার হয় না; শুধু স্ত্রী লইয়াও পরিবার হয় না; পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইলে তবে পরিবার হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীর যে মিলনে পরিবার হয় তাহার নাম বিবাহ। পারিবারিক জীবনের কথা কহিতে হইলে বিবাহের কথা ভাল করিয়া কহিতে হয়। সেই কথাই ভাল করিয়া কহিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সুপ্রণালীসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা কহিয়াছেন—ভাল ভাল কথা কহিয়াছেন। সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিব না। তাঁহার প্রধান কথা :—"বিবাহ সম্বন্ধ কেবল শারীরিক নহে। ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও বটে।" ইহা বড় উচ্চ কথা। কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই উচ্চ কথা কহিয়া আমি অনেকের নিকট বিদ্রূপ লাভ করিয়াছিলাম—এখনও যে না করি তাহা নয়। তবে সে বিদ্রূপে আমি কখনই ভ্রূক্ষেপ করি নাই এবং আমি বুঝিতে পারিতেছি যে বিদ্রূপ প্রাপ্ত হইলে গ্রন্থকর্ত্রীও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। কথাটী যেমন উচ্চ তেমনি প্রয়োজনীয়। বিবাহ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বলিয়া পুরুষ এবং স্ত্রীর দৃঢ় ধারণা হইলে, শুধু সেই ধারণার ফলে পতি এবং পত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইবার কথা। কিন্তু পুরুষ এবং স্ত্রীর মনে ঐরূপ ধারণা হওয়া সহজ নয়,

অনেক স্থলে হয়ও না। বোধ হয় হিন্দু সমাজে—বিশেষতঃ হিন্দু স্ত্রীর মনে—উহা যত প্রবল এবং সহজে জন্মিয়া থাকে অন্য কোথাও তত প্রবল ও নয়, সহজেও জন্মে না। ব্রাহ্মসমাজে কিরূপ, গ্রন্থকর্ত্রী আমার অপেক্ষা ভাল জানেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমার আশঙ্কা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য ব্রাহ্মসমাজের অধিক অনুকূল না হইতে পারে। এই আশঙ্কা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর কথা দেখিলাম—কি করিলে উহা বাড়ে, কি করিলে উহা কমে, অতি পরিস্কাররূপে এবং বড় স্পষ্ট কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব হইলে উহা যে প্রেম বলিয়া গণ্যই হয় না, এই অমূল্য কথাটিও নানা রকমে দৃঢ়তা সহকারে কথিত হইয়াছে—যথা ১৪ পৃষ্ঠায় :—"যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা চলিয়া যায় সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সুখপ্রিয়তা। সে যোগ দম্পতির অধ্যাত্মযোগ নহে।" এই কথার পরেই গ্রন্থকর্ত্রী আর একটী অতি সুন্দর ও সত্য কথা বলিয়াছেন :—"প্রকৃত প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, যৌবনাবস্থাই হউক আর বৃদ্ধাবস্থাই হউক, কোন অবস্থায়ই উহার হ্রাস হয় না। বরং বহুকাল একত্র বাস হেতু অনুরাগ ক্রমে গভীর হইয়া থাকে। বিবাহ একবারের অধিক হয় না, যদি হয় তাহাতে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না।" একথার তাৎপর্য্য বড় গভীর ও বিস্তৃত।

পতিপত্নীর জীবনের নানা বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রী নানা হিতকর কথা কহিয়াছেন এবং দাম্পত্য রহস্যে পূর্ণ অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৭ পৃষ্ঠায় দেখি :—"ক্রোধে মত্ততা কিম্বা বুদ্ধির অপরিপক্কতা বশতঃ সামান্য সামান্য পারিবারিক কলহের সময় লোক ডাকিয়া সাক্ষী

ও মধ্যস্থ নিযুক্ত করা অন্যায়। রোষ পরবশ হইয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট পরস্পরের দোষ প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। তদ্দ্বারা লোকের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়।” ঠিক এইরূপ কথা সেই জ্ঞানরূপী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ নামক গ্রন্থে দেখিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি যথার্থই অতি তীক্ষ্ণ, তাঁহার দৃষ্টি যেমন প্রশস্ত তেমনি সূক্ষ্ম।

গ্রন্থকর্ত্রীর আর একটি গুণ দেখিলাম, সে গুণ এখন অনেকের দ্বারা দোষ বলিয়া উক্ত বা বিবেচিত হয়। এই টুকু পড়ুন (২৬ পৃষ্ঠা):—

“দম্পতীর প্রেম অতিশয় গভীর হইলেও প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করা কর্ত্তব্য। * * **নূতনের প্রতি মনুষ্যের বিশেষ আকর্ষণ। নূতন পাইলে পুরাতন অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়।** * * স্ত্রী প্রকৃতি সাধারণতঃ শান্ত ও গম্ভীর। তাহারা যেমন দৃঢ়ভাবে একজনের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে অনেক পুরুষ সেরূপ পারে না। এ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায় নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক তাহাদের নাই, অতএব পুরুষেরা সহজেই বিপথগামী হইতে পারে। **সুবিধা পাইলে ও ধর্ম্ম ভাবের অভাব হইলে স্ত্রীলোকও যে সৎস্বভাবাপন্ন থাকিতে পারে তাহাও বলা যায় না। বরং স্ত্রীচরিত্রে মন্দ অভ্যাস একবার ঘটিলে ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়।”**

বোধ হয় এখনকার দিনে এরূপ লেখার অনেকে নিন্দা করিবেন, অনেকে হয় ত বলিবেন, ইহাতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরেই অযথা গ্লানি করা হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের যেমন অপমানিত করা হইয়াছে তেমনি জঘন্য

রুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমি কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীতই মনে করি। গ্রন্থকর্ত্রীর এই কথাগুলি পড়িবার সময় আমার ভগবান মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের কথা মনে পড়িয়াছিল—আমি ইহাতে তাঁহাদের সেই স্পষ্ট, অনাবৃত, অত্যুন্মুক্ত ধরণ দেখিয়াছিলাম। কি পুরুষ কি স্ত্রী তাঁহারা সকলেরই দোষের কথা স্পষ্ট ভাষায়, স্পষ্ট ভাবে, সুরুচি কুরুচির ভাবনা না ভাবিয়া কিছুমাত্র গোপন না করিয়া কহিয়া দিতেন। আমার মতে দোষের কথা তেমনি করিয়া বলিয়া দেওয়াই উচিত, নহিলে দোষ প্রশ্রয় পাইয়া গোপনে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। গ্রন্থকর্ত্রীর সাহস, মানসিক বল এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ কুণ্ঠাশূন্য ভয়বিবর্জ্জিত স্পষ্টবাদিতা ব্যতীত সমাজের প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হওয়া যায় না। গ্রন্থকর্ত্রীকে আমি ভক্তিভাবে নমস্কার করি। তাঁহার এই মহদ্‌গুণের পরিচয় তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে পাইয়াছি। যেখানে লোকহিতার্থ স্পষ্ট কথার প্রয়োজন সেখানে তিনি নিন্দার ভয়ে স্পষ্ট কথা কহিতে বিরত থাকেন, ইহা আমার একবারেই অসম্ভব মনে হইয়াছে। মনু অবলম্বন করিয়া এইরূপ একটা স্পষ্ট কথা কহিয়া আমি একবার স্থান বিশেষে বড় নিন্দিত হইয়াছিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী বাল্যবিবাহাদির বিচার করিয়াছেন। আমি সে বিচারে প্রবেশ করিব না। প্রবেশ করিলে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিব না। কেবল দুই একটী কথা বলিব। গ্রন্থকর্ত্রী বাল্যবিবাহের অনুমোদন করেন না। কিন্তু বিবাহের বয়স বা কাল সম্বন্ধে দুইটী বড় বিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন ঃ—

(১) "অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণ অপরিপক্ক থাকে, অতএব তাহার সংশোধন অতি সহজ হয়, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে দোষ

গুণও পরিপক্ক হয়, তখন তাহার সংশোধন অতীব কঠিন হইয়া পড়ে" (২৩ পৃঃ)।

(২) "বিবাহের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। পনর হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত সময়। এই বয়সে নরনারীর শরীর ও মন উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় তাহা পূর্ণ না হইলে শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে" (৩১ পৃঃ)।

এই দুইটী স্থল একত্র করিয়া পাঠ করিলে, এক পক্ষে পনর হইতে কুড়ি এবং অপর পক্ষে পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশেরও কম বয়স নির্দ্দিষ্ট হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধ বা প্রতিপন্ন হয় কিনা, এ স্থলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু এ বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত আমার মতের অনৈক্য থাকিলেও, আমি নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে তিনি এখনকার দিনে এরূপ বিষয়েও যেরূপ বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ধীরতা, সংযম ও সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনেক স্থলে যেমন বিরল তাঁহার পক্ষে তেমনি গৌরবের কথা। তাঁহার এই সমস্ত গুণ দুই একটী স্থান ছাড়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে দেখিতে পাই। 'বিধবাবিবাহ' নামক অধ্যায় সেই বর্জ্জিত স্থান মনে করি। 'বহুবিবাহ' নামক অধ্যায়টী বোধ হয় না লিখিলেও চলিত। বহুবিবাহ বহুল পরিমাণে কমিয়াছে ও কমিতেছে।

গ্রন্থের ভাষা সরল এবং আড়ম্বরশূন্য অথচ গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। ভাষার বেশ গাম্ভীর্য্যও আছে। ইদানীং কাহারো কাহারো লেখায় যে একটা অতি-পক্কতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র নাই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ দোষশূন্যও নহে। ইহাতে যে দোষ

আছে সহজেই তাহার সংস্কার হইতে পারে। বিরাম চিহ্নের ব্যবহারেও দোষ দেখিলাম।

বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সকল কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে আমাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতেরা সকলেই এখন আগ্রহ সহকারে তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন। যেখানে দুই চারিজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি একত্র হয়েন সেইখানেই অন্য কয়েকটী কথার ন্যায় এই সকল কথারও আগ্রহ-পূর্ণ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। 'পারিবারিক জীবন' অতি সুশিক্ষিতা, চিন্তাশীলা, এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনসম্পন্না সম্ভ্রান্ত মহিলার লিখিত উৎকৃষ্ট সময়োপযোগী গ্রন্থ। ইংরাজীশিক্ষিত মাত্রকেই এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই উহা পাঠ করিতে বার বার অনুরোধ করি।

কলিকাতা,
৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট,
২৮এ আষাঢ়, সন ১৩১০ সাল।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
সৃষ্টি	১
স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পার্থক্য	৩
বিবাহ	১১
বাল্য-বিবাহ	৩৮
বহু-বিবাহ	৫২
বিধবা-বিবাহ	৫৭
শিক্ষা ও স্বাধীনতা	৬৮
স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য	৯৪
পুরুষের কর্ত্তব্য	১৪৩
গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ	১৫৮

প[illegible]বারিক জীবন।

সৃষ্টি।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমকারুনিক পরমেশ্বর মনুষ্য-জাতিকে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি এবং বহুকার্য্য নৈপুণ্য অন্য কোন জীবে দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যের বিবেচনাশক্তি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অদ্বিতীয়, বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা অতুলনীয়। পশুপক্ষীদিগের একপ্রকার জ্ঞান আছে তাহাকে সাধারণ জ্ঞান বলে তাহারা সেই জ্ঞানদ্বারা কেবল আপনাপন প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, কিন্তু আপনাদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে পারে না। এজন্য তাহাদের অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন না হইয়া বংশানুক্রমে একই রকম চলিতে থাকে। বানর প্রভৃতি কোন কোন জীব সময় সময় বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে বটে কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা কোন প্রকারেই মনুষ্যের সমকক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না। মনুষ্যজাতি বুদ্ধিবলে যেমন আপনাপন অবস্থার পরিবর্ত্তন ও জগতের উন্নতি সাধন করিতে পারে অন্য কোন জীব

রূপ পারে না। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ম... সকল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক ...দের দ্বারা আপনাদের অনেক প্রয়োজন ও অভীষ্ট ... করিয়া লয়। সিংহব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ, যাহারা সুবিধা পাইলেই নররক্ত পান করিতে ত্রুটি করে না, তাহারাও মনুষ্যের ক্ষমতাতে পরাভূত হয় ও পোষ মানিয়া প্রয়োজনানুসারে মনুষ্যের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। সার্কাস প্রভৃতিতে অনেকেই হয়ত সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত মনুষ্যের খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকিবেন। অশ্ব, হস্তী, গো, মেষ, মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ যে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অশেষবিধ প্রয়োজন সাধন করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গাভীর ন্যায় পশু না থাকিলে আমাদের প্রাণধারণ করা কঠিন হইত, কেবল মাতৃদুগ্ধে সকল সময় জীবের প্রাণ বাঁচে না, মাতার অভাবে গাভীর দুগ্ধই শিশুর জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হয়। যাহাতে একের অভাবে অন্যদ্বারা জীবের প্রাণরক্ষা হইতে পারে ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহার সুশৃঙ্খলা ও সুবিধান করিয়া রাখিয়াছেন।

সুবিশাল বৃক্ষশ্রেণী হইতে ক্ষুদ্র তৃণগুল্মটী, এমন কি নদী-সৈকতের তুচ্ছ বালুকণাটী পর্য্যন্ত, কোন না কোনও প্রকারে মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। একমাত্র বুদ্ধিবলে মনুষ্য-জাতি অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে, অতএব মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে প্রমাণ করা বিশেষ আয়াস-

সাধ্য নহে। দয়াময় পরমেশ্বর এ সংসারকে সুখ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিয়া প্রভূত ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক মনুষ্যকে এ জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। চাহিবার পূর্ব্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সকল যোগাইতেছেন। তাঁহার দয়া অসীম, ক্ষমতা অদ্বিতীয়, প্রেম অতুলনীয়। এ সকল স্থিরচিত্তে ভাবিলে কাহার মন কৃতজ্ঞতাভরে পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে!

স্ত্রী ও পুরুষজাতির পার্থক্য।

প্রাণী মাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সকল জীবের মধ্যেই এই পার্থক্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তরু লতা গুল্মপ্রভৃতির মধ্যেও এই পার্থক্য লক্ষণ উদ্ভিদ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা শারীরিক গঠন, মানসিক ভাব এবং প্রকৃতিগত আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই জাতির সবিশেষ পার্থক্য প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। পরস্পরের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য এত অধিক যে কোন্‌টী স্ত্রী ও কোন্‌টী পুরুষ তাহা দর্শন মাত্রই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এজন্য কোন যুক্তি ও তর্কের প্রয়োজন হয় না। পুরুষজাতি সাধারণতঃ দীর্ঘ ও সবল কায়, কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুরুষের চিন্তাশক্তি, সাহস, অধ্যবসায়প্রভৃতি কতকগুলি গুণ ও বিশেষ

প্রবল। শরীর যেমন সবল তেমন শক্ত এজন্য পুরুষ জাতি কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, স্ত্রী জাতি তেমন পারে না। পুরুষ জাতির শারীরিক বল ও মানসিক দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক, এজন্য কষ্টবিপদে অটলভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ঘরে কিম্বা বাহিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিম্বা রঙ্গভূমিতে, স্থলপথে কিম্বা সমুদ্রযাত্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ জাতির উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কার্য্যক্ষমতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে স্ত্রী প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্ত্রী জাতির শরীর যেমন নরম মনও তেমন কোমল। শারীরিক বলের ন্যূনতা প্রযুক্ত তাহারা কঠিন পরিশ্রমে অসমর্থ ও সামান্য বিপদে অধৈর্য্য। সাহস চিন্তাশক্তি ও কার্য্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই পুরুষজাতির সহায়তা লাভের প্রয়াসী। এই কারণেই স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। লতা যেমন বৃক্ষদেহকে পরিবেষ্টন ও অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হয়, স্ত্রী প্রকৃতিও তদনুরূপ পুরুষ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা নিতান্ত অসত্য বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু নির্ভরের ভাব স্ত্রীপ্রকৃতিতে অধিক প্রবল দেখা যায়। অপরপক্ষে দেখিলে স্ত্রীজাতির কতকগুলি মানসিক গুণ ও ক্ষমতা পুরুষাপেক্ষা সতেজ। লজ্জাশীলতা,

কোমলতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশি স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ স্বরূপ। এ সকল গুণদ্বারা নিতান্ত রূপহীনা রমণীও সৌন্দর্য্য লাভ করে। স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্টনিয়ম দেখা যায় না। রূপবান পুরুষও গুণহীন হয়, গুণবান পুরুষ ও রূপহীন হইয়া থাকে, স্ত্রীজাতির পক্ষেও অবিকল সেই নিয়ম। একাধারে রূপ ও গুণের সম্মিলন এ সংসারে বড় দুর্ল্লভ। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে গুণও সৌন্দর্য্য বিষয়ে কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট তাহার বিচার অসম্ভব। মনুষ্যের রুচি অনুসারে সৌন্দর্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য একের চক্ষে যাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় অপরের চক্ষে তাহা হয় না। অতএব সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভাল মন্দের বিচার করা সহজ নহে। রূপহীন বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। কারণ এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। একমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে। নতুবা কুরূপকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সুন্দর করা যায় না। বাহিরের আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি গত দোষ গুণের বিচার করাও উচিত নহে। এ বিষয়ে মত বৈলক্ষণ্য সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

শারীরিক সৌন্দর্য্য মনুষ্যের একটী আকাঙ্ক্ষার বস্তু। যখন একটী সুন্দর ফুল কিম্বা সুন্দর জিনিষ দর্শন মাত্র মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করে, তখন মনুষ্যের রূপে মনুষ্য মোহিত

হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শারীরিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন যত সহজে মুগ্ধ হয় মানসিক গুণ দেখিয়া তত সহজে আকৃষ্ট হয় না। একজন অপরিচিত লোকের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া লোক হঠাৎ মোহিত হয়, কিন্তু অশেষ গুণ সম্পন্ন একটী পবিত্র সাধু জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লোকের অনেক সময় লাগে। কথায় বলে সুন্দর মুখের সর্ব্বত্রই জয়। কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মানসিক গুণ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। মানসিক গুণ শারীরিক সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতা সাধনার্থে মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া নীচ অন্তঃকরণের লক্ষণ। কেবল মাত্র বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি মোহিত হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না। প্রকৃত পক্ষে ইহাই মনের বিকৃতাবস্থা ও মনুষ্য জীবনের অবনতির চিহ্ন। শারীরিক সৌন্দর্য্য অস্থায়ী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। আত্মা অবিনশ্বর, অনন্ত কাল আত্মার উন্নতি সাধন হইতে পারে।

কোন কোন লোক শারীরিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতা বিধানে এত ব্যস্ত যে মানসিক গুণের প্রতি তাহাদের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই; নিরন্তর বেশ বিন্যাসে রত থাকিয়া অমূল্য সময়কে বিফলে নষ্ট করে। কি প্রকারে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে সে জন্য নানা বর্ণে অঙ্গ রাগ করে, এবং সর্ব্বদা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া শয়নে স্বপনে কেবল মাত্র

সেই সকল ধ্যান করে। এ সকলের বিন্দুমাত্র অভাব হইলে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়। বাহ্য বিষয়ে যাহারা এত আসক্ত, মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রায়ই তাহাদিগকে উদাসীন দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা তাহার কোন সন্দেহ নাই। গুণ-বিহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে, আত্মাতে সদ্‌গুণ লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়। যাহারা শারীরিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়াছে হৃদয়ে এই কৃপা অনুভব করিয়া তাহাদের মানসিক উন্নতি সাধনে আরও অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। যাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহারা সেজন্য মর্ম্মাহত না হইয়া আত্মার উন্নতি সাধনদ্বারা ইহকাল ও পরকালের যথার্থ সৌন্দর্য্য রাশি সঞ্চয় করিয়া কৃতার্থ হউন। কোন কোনলোক স্বভা-বতঃই সদ্‌গুণযুক্ত, তাহাদের চরিত্র শোধনার্থে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। তথাপি কুঅভ্যাস ও প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকার জন্য সর্ব্বদাই সাবধান হইতে হয়। • কথায় বলে "প্রলোভনে মুনির মনও টলে"। ধর্ম্মভয় ও দৃঢ়তা না থাকিলে সর্ব্বদাই পতনের ভয়। মানসিক উন্নতি সাধন বিশেষ যত্ন সাপেক্ষ, যত্ন ভিন্ন চরিত্র শোধন হয় না এ বিষয়ে অবহেলা করিলে কুপ্রবৃত্তি সকল প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য সৎসংসর্গের বিশেষ প্রয়োজন। কুসংসর্গ দ্বারা নানা প্রকার দোষ ঘটে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সৎ-সংসর্গে অনেক অসচ্চরিত্র লোকও পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধুনামের

উপযুক্ত হইয়াছেন। নিজে নিজে চেষ্টা করিয়াও অনেক কুপ্রবৃত্তি দমন ও কুঅভ্যাস দূর করা যায়। কিন্তু চরিত্র শোধন করিতে বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ঐকান্তিক দৃঢ়তা ও যত্ন ভিন্ন চরিত্র শোধন হয় না, যাহার চরিত্রে ধৈর্য্যের অভাব তাহার এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিবেক ও ইচ্ছা সর্ব্বদা ঐক্যভাবে কার্য্য করে না। ইচ্ছা বিবেকের আদেশ পালনে প্রস্তুত না হইলে বলপূর্ব্বক কমাইতে গেলে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বস্ত্রালঙ্কারের অধিক আড়ম্বরকেই বিলাসিতা বলে। সভ্য সমাজে চলা ফিরা করিতে গেলে কিয়ৎপরিমাণে বস্ত্রালঙ্কার যে আবশ্যকীয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু অবস্থার অনুপযুক্ত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। অহোরাত্র কেবল বেশভূষা লইয়া ব্যস্ত থাকা দোষের কারণ।

শারীরিক উন্নতি সাধন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় অতএব সে বিষয়ে একবারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। শীত গ্রীষ্ম বুঝিয়া বস্ত্র ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন তদভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিলাসিতা এক নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান অত্যন্ত আবশ্যক, মলিন গাত্র ও দুর্গন্ধ-যুক্ত বস্ত্র নয়ন মনের অপ্রীতিকর ও শরীরের অনিষ্টকারী। ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে ধন সম্পদ দিয়াছেন তিনি আবশ্যক মত তাহা ব্যবহার করিবেন, এবং অবশিষ্ট অর্থ সৎকার্য্যে

ব্যয় করিয়া অর্থের সফলতা সম্পাদন করিবেন। অনাবশ্যক ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয় করিলে ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করা হয়। মনুষ্য জীবনে বিলাসিতার ভাব যত আসিবে ততই অধঃপতন হইবে। এই বিলাসিতা হইতে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। যে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা শরীরের এত সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, সেই বস্ত্রালঙ্কার যাহাতে আত্মাকে নরক তুল্য করিয়া না তোলে ইহাই সাবধান পূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে। মনুষ্যের শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি নিকট অতএব সমভাবে উভয়ের উন্নতি সাধন আবশ্যক। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, পরস্পরের প্রকৃতিগত বিভিন্নভাবই এই পার্থক্যের মূল কারন। পরস্পরের আহারবিহার, বস্ত্রালঙ্কার সকল প্রকার রুচিই বিভিন্ন। অতি শৈশবকালেই দেখা যায় বালকেরা লাটুখেলা, বন্দুকদাগা, গাছে চড়া, কুস্তি করা, বলমারা ও দৌড়াদৌড়ি ভালবাসে। কিন্তু বালিকাগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বালিকাগণ সাধারণতঃ শান্ত ও ধীর প্রকৃতি, তাহারা পুতুলখেলা, চিত্র করা, শিলাই করা, গৃহ কর্ম্ম ও রন্ধনাদি কার্য্যে অধিক পটু। এই বিভিন্ন প্রকৃতি পরস্পরের কার্য্যেরবিশেষ সহায়। পুরুষদিগের শরীর এ প্রকার খেলা দ্বারা বাল্যকাল হইতেই দৃঢ় হয় সুতরাং তাহারা বয়োবৃদ্ধি সহকারে কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পান্ন করিতে পারে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের দেহ মন পুরুষা-

পেক্ষা অনেক কোমল এ কারণে স্ত্রীজাতি কঠিনকার্য্য সম্পাদনে কোন প্রকারে পুরুষজাতির সমকক্ষ হইতে পারে না। আবার গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন, প্রভৃতি কার্য্য সকল স্ত্রীলোকেরা যেমন নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে পুরুষেরা তেমন পারে না। এজন্য পরস্পরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যের বিভাগ হইয়াছে, পুরুষের কার্য্য স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন কঠিন স্ত্রীলোকের কার্য্য পুরুষের পক্ষেও নিতান্ত সহজ নহে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কার্য্যের অনুসরণ করিলে সমাজে হাস্যাস্পদ হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষেও পুরুষদিগের অনুকরণ নিতান্ত নিন্দনীয়।

অতএব পুরুষ যেমন স্ত্রী প্রকৃতি গ্রহণে অনিচ্ছুক স্ত্রীলোকেরও পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাওয়া তেমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও লজ্জাজনক। এ সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ যে যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংশোধন অনাবশ্যক, আপনাপন স্বভাবের উন্নতি সাধনার্থে যত্ন করাই যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বজায় থাকা আবশ্যক। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল সকল বিষয়েরই নিরন্তর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, মনুষ্যের রুচি সম্বন্ধেও তাহাই। এজন্য সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গুণ ও সদ্ব্যবহারগুলির পরিবর্ত্তন না ঘটে, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

যাহা নূতন তাহাই ভাল, যাহা পুরাতন তাহাই মন্দ ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক মত সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতি

আপনাপন প্রকৃতিগত সদ্‌গুণ সকল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই সকল প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা। এই পার্থক্যের মূলে পরমেশ্বরের মহদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, অতএব ইহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। এই দুই প্রকৃতির সামঞ্জস্য সময় সময় আবশ্যক হয়। স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতি যেমন ভিন্ন তেমন তাহাদিগের চরিত্রগত গুণগুলিও ভিন্ন তাই উভয় প্রকৃতির সদ্‌গুণগুলি পরস্পরের গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের চরিত্রের বিনিময় হয়, তাহাই পরস্পর চরিত্রের সমানত্ব রক্ষা করে। এই সমানত্ব না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ ঘটে, নরনারী পরস্পরের দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া গুণ সকল গ্রহণ করিতে পারিলেই যথার্থ সুখের অধিকারী হইতে পারে।

বিবাহ।

স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে পতি ও পত্নীভাবে একত্র মিলনের নাম বিবাহ। এই বিবাহ হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান, প্রভৃতি প্রত্যেক জাতিরই আপনাপন রীতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকল দেশে সমুদয় সভ্যজাতির মধ্যেই বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই বিবাহ বন্ধনের মূল, বিবাহ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। নরনারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস

করিবার নিমিত্তই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। বিবাহ দুইটী স্বতন্ত্র হৃদয়কে একত্র করে, অনুরাগ ও সদ্ভাব দ্বারা উভয় জীবনকে মধুময় করে। বিবাহ এক আত্মাকে অপরের সুখের জন্য স্বার্থ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রে কথিত আছে বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ থাকে, বিবাহ দ্বারা পরস্পর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। বিবাহ সম্বন্ধ কেবল শারীরিক নহে। ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও বটে, অতএব শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধ শেষ হয় না, মৃত্যুর পর আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া অনন্তকাল থাকে। মৃত্যু দ্বারা যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা সাময়িক মাত্র, নরনারী কিছু কাল সে বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিলে আত্মার পুনর্ম্মিলন দ্বারা নিশ্চয় সুখী হইতে পারে। বিবাহ সম্বন্ধ অতিশয় গুরুতর, ইহা দ্বারা মনুষ্য জীবনে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির একত্র মিলনে একটী নূতন জীবন গঠিত হয়। স্ত্রী প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির কাঠিন্য দূর হয়, পুরুষ প্রকৃতির সাহস দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ দ্বারা স্ত্রী চরিত্রের ভীরুতা দূরে যায়। এই প্রকারে একের সাহায্যে অন্যের জীবন উৎকর্ষতা ও সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করে। সংসারে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য বিদ্যমান আছে, তাহা কেবল একা স্ত্রীজাতি কিম্বা পুরুষজাতি দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এজন্য এই বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলনের বিশেষ প্রয়োজন। এই মিলনেচ্ছা স্বাভাবিক, ইহা কেবল যে মনুষ্য হৃদয়েই বদ্ধমূল

তাহা নহে, এই ইচ্ছা পরমেশ্বরের সমুদয় সৃষ্টি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই মিলনেচ্ছা যদি প্রত্যেকের হৃদয়ে না থাকিত, জগতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। সে জন্য এই ইচ্ছা ঈশ্বরের মহদুদ্দেশ্যের মূলে বিশেষ ভাবে নিহিত রহিয়াছে। এই মিলন দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ সংসারে সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধনে পরস্পরের সহায় হয়।

স্বামী স্ত্রীর প্রেমের বিকাশই, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের বিকাশ, ইহাই জগতে প্রেম শিক্ষা দিবার প্রথম সোপান। বিবাহ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া কেবল গৃহস্থালী করিলেই বিবাহের সমুদয় উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না অনেক সৎশিক্ষা, সদাচরণ ও সদ্‌গুণ দ্বারা চরিত্রকে মণ্ডিত করিতে হয়। কি গৃহে কি জনসমাজে সর্ব্বত্রই সদ্ভাব ও সদ্দৃষ্টান্ত বিস্তার করিতে হয়। পরস্পরের প্রেমের মধ্যে যাহাতে পবিত্রতা রক্ষা হয়, ধর্ম্মভাব অন্তরে বিরাজ করে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন আবশ্যক। শারীরিক ভাবে যে ভালবাসা হয় তাহা নিতান্ত অস্থায়ী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন শারীরিক সৌন্দর্য্যের মোহ বিনষ্ট হয় তখন শারীরিক ভালবাসাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। শারীরিক সুখ সাধনই যে প্রেমিকের লক্ষ্য, অসার আমোদ প্রমোদই যে প্রেমিকের উদ্দেশ্য, বাহ্য সৌন্দর্য্য স্পৃহাই যাহার হৃদয়ে বলবতী সে প্রেমের উচ্চ আদর্শ হইতে বঞ্চিত, তাহার প্রেম অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। ইহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ প্রকার

মিলন সংসারে সুখের পরিবর্ত্তে কেবল দুঃখ আনয়ন করে। আধ্যাত্মিক প্রেমই যথার্থ প্রেম,সে প্রেমের ধ্বংস নাই সে প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নরনারীর পবিত্রাত্মা অনন্ত কাল সেই প্রেম ভোগ করে। যথার্থ নিঃস্বার্থ দাম্পত্য প্রেম অনন্তকাল প্রেমিক দম্পতি-হৃদয়ে বাস করে, ধন গর্ব্ব কিম্বা ধনাকাঙ্ক্ষা, বিলাসিতা কিম্বা সুখস্পৃহা দ্বারা ইহার বিনাশ সাধন হয় না। এই প্রেম মাখম হইতেও নরম, পাষাণ হইতেও শক্ত এবং কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। এই প্রেম-নিত্য নবভাবে দম্পতি হৃদয়কে প্লাবিত করে। বিবাহ হইলেই দাম্পত্য প্রেম লাভ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে সকল নরনারী কেবল সামাজিক নিয়মে পতি ও পত্নী ভাবে একত্র বাস করে, তাহারা যথার্থ দাম্পত্য সুখ ভোগে সমর্থ হয় না। অনেকের মুখে শুনা যায় বৃদ্ধাবস্থায় আবার ভালবাসা কিসের, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা চলিয়া যায় সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সুখ প্রিয়তা। সে যোগ দম্পতির অধ্যাত্ম যোগ নহে, আত্মায় আত্মায় যথার্থ যোগ সাধন না হইলে দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণাবস্থা হয় না। বাহ্য চাকচিক্য দ্বারা যে প্রেমিকের চক্ষু আকৃষ্ট হয় তদভাবে তাহার স্থায়িত্ব রক্ষা হওয়া কঠিন। প্রকৃত প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, যৌবনাবস্থাই হউক আর বৃদ্ধাবস্থাই হউক কোন অবস্থায়ই ইহার হ্রাস হয় না। বরং বহুকাল একত্র

বাস হেতু অনুরাগ ক্রমে গভীর হইয়া থাকে। বিবাহ এক বারের অধিক হয় না, যদি হয় তাহাতে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না, এজন্য একটিকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে। দম্পতির প্রেম বন্ধন দৃঢ় হওয়া উচিত। স্ত্রী ও পুরুষ একজনের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিতে না পারিলে প্রকৃত সুখ ও শান্তির সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কিম্বা স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষেতে অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত বিগর্হিত কর্ম্ম। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের অন্য স্ত্রী কিম্বা পুরুষের প্রতি আসক্তি যে কেবল দোষজনক তাহা নহে, ইহা প্রতি-হিংসাবৃত্তির উদ্দীপক। ইহা দ্বারা প্রতিহিংসাবৃত্তি এত প্রবল হয় যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু সাধন করে, স্বামী স্ত্রীহত্যা করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করে, অথবা স্বামীর প্রিয় পাত্রীর বিনাশ সাধনে স্ত্রী চেষ্টা করে, স্ত্রীর প্রিয় পাত্রের প্রাণ বিনাশে স্বামী তৎপর হয়, ইহা দ্বারা উভয় পক্ষেরই বিনাশ সাধন হইয়া থাকে বলা বাহুল্য। এ প্রকার প্রতি-হিংসাবৃত্তি প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষের মনেই জাগরূক থাকে। নিতান্ত ঘৃণাহীন ব্যক্তিরাই কেবল ইহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকনিন্দাভয়ে অনেকেই বাহিরে সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এ সকল কুদৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সমাজে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে আরো কত যে অনিষ্ট সংঘটন হইবে তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়। এ সকল কুদৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু সাহস করিয়া কেহই ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই ইহা অতি আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। ঐ সকল ব্যক্তি অন্যায় উৎসাহ দানে বর্ত্তমান সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, অতঃপর আরও কত করিবে কে বলিতে পারে, অতএব ইহার নিবারণ নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই চক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত।

বিবাহ সম্বন্ধ অতি সুখকর বটে কিন্তু তৎসঙ্গে কতগুলি গুরুতর দায়িত্ব জড়িত রাহিয়াছে যাহা পালন করিবার শক্তি সকলের হয় না। যথার্থ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবে অনেক দম্পতি সংসারে অসুখী হইয়া থাকে। কৃতবিদ্য যুবক যুবতীদিগের উচিত যে তাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বেই ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হইয়া এই গুরুভার মস্তকে ধারণ করেন। এখন অপরিণত বয়সে প্রায় বিবাহ হয় না সুতরাং যাহারা বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে তাহারা ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। এই বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাইলে ভাবী জীবনের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মনুষ্য শৈশব কালে পিতামাতার হস্তে লালিত পালিত হয় কিন্তু যৌবনে পতি পত্নীর বন্ধু, পত্নী পতির বন্ধু হয়। উভয়ে উভয়ের যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারিলে অনেক

কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সকল কাজেই পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন। মনুষ্য জীবনের আর একটী গূঢ় রহস্য এই যে মানুষ সকল সময় নিজের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, এজন্য অন্য একজন সঙ্গী ও সহানুভূতি-কারীর প্রয়োজন হয়। সেজন্য স্বামীর পক্ষে স্ত্রী স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই উপযুক্ত সহচর ও সহচরী এবং সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সহানুভূতিদানে সমর্থ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ স্বাধীন থাকে, কিন্তু বিবাহের পর পরস্পরের অধীনতা স্বীকার না করিলে চলে না। এই অধীনতাকে কেহ অপমান বা কষ্টজনক মনে করে না। সকল বিষয়ে ঐক্যভাবে কাজ করিতে পারিলে সংসারে কখন অশান্তি ঘটে না। এজন্য পরস্পরের অধীনতা স্বীকার বরং সুখ ও মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। দম্পতির কলহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সত্য বটে নিয়ত একত্র বাস এবং পরস্পরের মধ্যে অবস্থা ও বিষয় বিশেষ সম্বন্ধে মতের পার্থক্য হেতু কখন কখন বিবাদ ঘটিয়া থাকে কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। সেই ক্রোধ ও অভিমান ক্ষণস্থায়ী, তাহা দ্বারা সময় সময় নিস্তেজ প্রীতির উত্তেজনা সাধন হইয়া থাকে। ক্রোধে মত্ততা কিম্বা বুদ্ধির অপরিপক্কতা বশতঃ সমান্য সামান্য পারিবারিক কলহের সময় লোক ডাকিয়া সাক্ষী ও মধ্যস্থ নিযুক্ত করা অন্যায়। রোষপরবশ হইয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট পরস্পরের দোষ প্রকাশ করা অত্যন্ত অনুচিত, তদ্দারা

লোকের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যখন ক্রোধ চলিয়া যায়, তখন অন্যের মুখে স্ত্রীর স্বামিনিন্দা ও স্বামীর স্ত্রীনিন্দা শ্রবণ অসহ্য হইয়া উঠে, তখন নিজকৃত অন্যায় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। অতএব দম্পতিমাত্রেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পরস্পরের দোষ গোপন ও সংশোধন করা উচিত। প্রাণান্তেও অপরের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না। সময় সময় দম্পতি পরস্পরের অন্যায় দেখিয়া শাসন না করিয়া থাকিতে পারে না তাহা অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও অন্যের দ্বারা তাহার সংশোধন অসম্ভব। এ অভিমান আপনা হইতেই দূর হয় সেজন্য বিশেষ আড়ম্বর বৃথা। প্রেমিক দম্পতির বিবাদ বিবাদই নহে, ইহা ক্ষণস্থায়ী। যে গৃহে পতি ও পত্নীতে প্রেম নাই সে গৃহে শান্তি কোথায়? ধনজন পরিপূর্ণ সংসার সকলই দুঃখপূর্ণ। যে গৃহে পতি পত্নী পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট সেই গৃহই যথার্থ শান্তির আলয়। প্রেমহীন হইয়া পতি ও পত্নীভাবে একত্র বাস করা কেবলই কষ্টের কারণ। একমাত্র প্রেমের জন্যই সাংসারিক সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারা যায়। প্রেমহীন দম্পতিজীবন অতি নীরস ও শুষ্ক। প্রেমিক দম্পতির পক্ষে পর্ণকুটির যেমন সুখের স্থান অপ্রেমিকের পক্ষে বিচিত্র প্রাসাদও তেমন নহে। প্রেমের অভাবে বিবাহবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, দম্পতি পরস্পরের দোষান্বেষণে রত হইয়া সর্ব্বদা কর্কশ ও অপ্রিয়বাক্যে একে

অন্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে ত্রুটী করে না, কলহ বিবাদ নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া শরীর মনকে অসার করিয়া ফেলে। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। যে বিবাহে পতি ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হয় না, যে দম্পতি স্বার্থান্ধ হইয়া কেবল আপনাপন সুখান্বেষণে রত থাকে ও নিরন্তর কলহ বিবাদে দিন কাটায় তাহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে না। দম্পতি একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রীতি হয় না। পরস্পরকে প্রীতি করিতে না পারিলে যথার্থ সুখ হয় না। পরস্পরকে প্রীতি করিতে পারিলে প্রিয়কার্য্য সাধনেচ্ছা স্বাভাবিক হয় প্রিয়কার্য্য সাধনই প্রীতির চিহ্ন, যেখানে প্রীতি সেখানেই শান্তি। দম্পতি জীবনের সুখ দুঃখ উভয়ের উপর সমভাবে নির্ভর করে। রোগ শোক ও দুঃখ বিপদে পরস্পরের সহানুভূতি ভিন্ন জীবনের ভার আর কিছুতেই তেমন লঘু করিতে পারে না। পরিশ্রান্ত দেহে কিম্বা রোগশয্যায় পরস্পরের এক একটী মিষ্টবাক্য কত কষ্ট নিবারণ করে। এ প্রকার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

পতি পত্নীর মধ্যে একটী আপন ভাব আছে তাহা অন্য কাহারো প্রতি প্রায় হয় না। এই উচ্চভাবের মর্ম্ম প্রেমিক দম্পতি ভিন্ন অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। এই ভাবই পরস্পরের প্রতি নির্ভরের ভাব আনয়ন করে। ইহা দ্বারাই কেহ কাহাকে কোন কথা গোপন করিতে পারে না, পরস্পরের

পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে ভালবাসে, ইহাকেই অভিন্নাত্মা বলা যায়। এ সংসারে স্বামী যেমন স্ত্রীর সহায় ও অবলম্বন স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীর হিতৈষী বান্ধব। সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় নাই। স্ত্রীর পক্ষেও চির অনুরক্ত স্বামীলাভ বহু পুণ্যের ফল। গুণবান পতি দ্বারা স্ত্রী যেমন সকল প্রকার সুখ অনুভব করে, গুণবতী স্ত্রী দ্বারাও স্বামীর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থাকে এজন্য স্ত্রীর এক নাম সহধর্ম্মিণী। পতির ধর্ম্মে যার ধর্ম্ম, পতির ব্রত যার ব্রত, পতির সুখে যার সুখ, পতির সেবায় যার সন্তোষ, পতির মঙ্গলের জন্য যে অনায়াসে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে, সেই যথার্থ সাধ্বী স্ত্রী, জগতে তাহার সুখের তুলনা হয় না। যে পুরুষ এ প্রকার সাধ্বী সতী স্ত্রী লাভ করেন তিনিই ধন্য। বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্রা স্ত্রীর সাহায্যে কত পুরুষ জনসমাজে গণ্য, মান্য ও ধন্য হইয়াছেন। উপযুক্ত ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ও সহানুভূতিতে সুবিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ জগতের অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থ হন। তদভাবে অনেক উন্নতিশীল সাধুপুরুষের সদভিপ্রায় সকল কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এ প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। পতি ও পত্নীর আচার ব্যবহারে সর্ব্বদাই পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তুচ্ছ তাচ্ছীল্য ভাব যাহাতে কিছুতে আসিতে না পারে সেজন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কোন কোন গৃহে দেখা যায় গৃহস্বামী যাবতীয় উচ্চ কাজের

ভার নিজের উপর রাখিয়া স্ত্রীকে দাসীর ন্যায় কেবল নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তদ্দ্বারা স্ত্রীর মনোবৃত্তি সকল ক্রমে নীচ হইয়া যায়, স্ত্রী স্বামীকে প্রভুর ন্যায় ভয় করে এবং আপনাকে তাহার আজ্ঞাকারিণী দাসী বলিয়া মনে করে, সেস্থলে উভয়ের মনের মিলন কি প্রকারে হইতে পারে! এমতাবস্থায় অভিন্নাত্মা হওয়া যায় না। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে স্ত্রী সর্ব্বদাই পতির সঙ্গিনী হইবে ইহা শাস্ত্রের কথা, কার্য্যেতেও এ সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন গৃহে দেখা যায় স্বামীর প্রতি স্ত্রী এমন অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে ও অসংলগ্ন তুচ্ছ তাচ্ছীল্যভাবে বাক্য প্রয়োগ করে যাহা চক্ষু ও কর্ণের নিতান্ত অপ্রীতিকর। পতি ও পত্নীর মধ্যে সমানভাব রাখিতে যাইয়া অনেকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পতিকে নিম্ন আসন ও আপনাকে উচ্চ আসন দিয়া ফেলেন এইরূপ ভাব অকল্যাণকর। সাধারণতঃ পতি বয়সে জ্যেষ্ঠ এজন্য তাঁহার প্রতি একটুকু উচ্চভাব থাকা উচিত, তাহা দ্বারা প্রণয়ের হ্রাস হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। পতিকে সংসারে পথ-প্রদর্শক পরামর্শদাতা বন্ধুই বলা উচিত। তাঁহার প্রতি ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার নিতান্ত ঘৃণাকর। এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক স্ত্রীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকপট প্রেম, প্রগাঢ় ভক্তি, সরল বিশ্বাস ও অবিচলিত শ্রদ্ধার ভূরি ভূরি

দৃষ্টান্ত আমরা উপদেশ বাক্যে ও পুস্তকে পাইয়া থাকি সে সকল আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাসও করিয়া থাকি এবং প্রশংসাও করিয়া থাকি কিন্তু কার্যকালে তাহার অনুকরণ না করা অতিশয় লজ্জার বিষয়। সম্প্রতি পুরুষদিগের মুখে স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে এ কথার অনুযোগ প্রায়ই শুনা যায়, অতএব তাহার পরিহার নিতান্তই আবশ্যক। দম্পতি আপনাপন কর্ত্তব্যকার্য্য একটুকু বিবেচনার সহিত সম্পাদন করিতে পারিলেই সংসারে কষ্ট ও অশান্তি থাকে না।

উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন যথার্থ মনের মিলন হয় না, কিন্তু ভাল পাত্র বাছিয়া লওয়া অতি দুষ্কর। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর অল্প বয়সে পিতা মাতার নির্ব্বাচনে বিবাহ হয় না, যুবক যুবতী আপনাপন ইচ্ছানুসারে পতি ও পত্নী মনোনয়ন করিয়া থাকে। ইহা এক পক্ষে সুখকর বটে, পক্ষান্তরে ইহাতে যথেষ্ট অনিষ্টাশঙ্কাও রহিয়াছে। প্রথম দর্শনে যুবক ও যুবতী বাহ্য সৌন্দর্য্যেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মানসিক দোষগুণ সম্বন্ধে প্রায় দৃষ্টিপাত করে না। অল্প সময়ের দর্শনে পরস্পরের গুণগুলিই প্রকাশিত হয়, পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত দোষ থাকে তাহা উভয়েই গোপন করিতে চেষ্টা করে অথবা সহজে জানা যায় না, এজন্য যথার্থ নির্ব্বাচন সর্ব্বদা হয় না। বিবাহের পর সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা কিছু দিন থাকে বটে কিন্তু যতই পরস্পরের মধ্যে স্পৃহনীয় গুণের অভাব দৃষ্ট হয়, ততই সেই সৌন্দর্য্যের উপর আর তেমন অনুরাগ থাকে না।

গুণহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে তাহা দ্বারা মনুষ্য সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। রূপ ও গুণের সামঞ্জস্য প্রায়শঃ বিরল। যদি কোথাও হয় তবে বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যথার্থ গুণযুক্ত পতি ও পত্নী বাছিয়া লওয়া যুবক যুবতীদিগের একার কার্য্য নহে, এজন্য প্রবীণ লোকের দ্বারা অনুসন্ধান আবশ্যক। শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা মানসিক গুণের পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, এ সম্বন্ধে অনেকেই প্রতারিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণ অপরিপক্ক থাকে অতএব তাহার সংশোধন অতি সহজ হয়. অধিক বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণও পরিপক্ক হয় তখন তাহার সংশোধন অতীব কঠিন হইয়া পড়ে। মন যতদিন নরম থাকে যত্ন করিলে তাহার সংশোধন অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য হয়। ইহাও যুবক যুবতীদিগের একটী বিবেচ্য বিষয়। যে সকল স্ত্রীপুরুষের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নাই বিবাহের পর প্রায়ই তাহাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়। অনেক যুবক যুবতী উপযুক্ত স্বামী কিম্বা স্ত্রী লাভে বঞ্চিত হইয়া কষ্টে জীবন যাপন করে। গৃহে বিবাদ কলহ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া গৃহের সুখ শান্তি অচিরেই নষ্ট করে। নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া কেহ কেহ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, কেহ কেহ ছেদন করিয়াও থাকে। এজন্য কোন কোন সমাজে স্ত্রী ও স্বামী

পরিত্যাগের নালিসের ক্রুটী হয় না। একার্য্য দ্বারা কেবল যে পরস্পরের কষ্টভোগ হয় তাহা নহে জনসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধু দ্বারা অনুসন্ধান লওয়া উচিত। উন্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি গুরুতর ব্যাধি পুরুষানুক্রমে মানব দেহে সংক্রামিত হয়। ঐ সকল উৎকট রোগ যে সকল পরিবারে বিদ্যমান থাকে সে সকল পরিবারে বিবাহ করা অন্যায়। কোন কোন যুবক যুবতীর চরিত্রগতদোষ অপরিবর্ত্তনীয়, অনুসন্ধান দ্বারা তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। বিবাহ বিষয়ে রূপ অপেক্ষা গুণের পক্ষপাতী হইতে পারিলেই অধিক সুখের সম্ভাবনা। কোন কোন সময় দেখা যায় যুবক যুবতী পিতামাতার অমতে বিবাহ স্থির করে, তদ্দ্বারা পরিবারে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। যে পিতা মাতা জন্মাবধি অসীম যত্ন ও স্নেহে লালন পালন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা পুত্র কন্যার উপর স্থাপন করেন তাঁহাদিগকে না বলিয়া কহিয়া তাঁহাদের মনে আঘাত দিয়া বিবাহ করা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের কর্ম্ম। গৃহে অশান্তি আনয়ন করিয়া দম্পতিও সুখী হয় না তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এজন্য যুবক যুবতীদিগের যদি একটুকু ত্যাগ স্বীকারও করিতে হয় তথাপি সমস্ত পরিবারের শান্তি রক্ষার জন্য তাহা করা উচিত। যদি কোন স্বার্থপর পিতা মাতা কেবল অর্থলোভে কোন দুশ্চরিত্রা রূপহীনা

কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ স্থির করেন কিম্বা ধনী সন্তান বলিয়া অসচ্চরিত্র বৃদ্ধ পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দানে প্রস্তুত হন। সে অবস্থায় পিতামাতার আজ্ঞা পালন অসাধ্য হয়। এ প্রকার বিবাহ জনসাধারণের অনুমোদনীয় নহে। অতএব এস্থলে পিতার অবাধ্যতা হেতু পুত্রকন্যাদিগের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। সর্ব্বপ্রকার রূপগুণসম্পন্ন পতি কিম্বা পত্নী লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহার নির্ব্বাচনও অতীব কঠিন। সময় সময় দেখা যায় নব্য যুবক যুবতীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অন্ধ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন 'যাহার প্রতি একবার মন যায় তাহার সহিত বিবাহ না হইলে জীবনে আর সুখ হয় না'। মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হওয়ার পরেও এ বিষয়ে সাবধান হওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পুরুষ যদি সুখী হইতে পারে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি অন্য পতিলাভে সন্তুষ্ট হইতে পারে তবে অবিবাহিত অবস্থায় কাহারো প্রতি মন পড়িলে তাহার সঙ্গে বিবাহ ভঙ্গ হইলে স্ত্রী ও পুরুষ জীবনে আর কখন সুখী হইতে পারে না এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

মানবপ্রকৃতি অতি অস্থির, প্রলোভন মানবজীবনের প্রধান শত্রু। কখন কখন দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী ভিন্ন জানে না, উভয় একপ্রাণ একমন, পরস্পর চক্ষুর অন্তর হইলে পলকে প্রলয় জ্ঞান করে। ঘটনাসূত্রে যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশান্তরে গমন করে, তবে হয় ত প্রলোভন দ্বারা সে

বন্ধন এরূপভাবে ছিন্ন হইয়া যায় যে প্রণয়িনীকে ভাবিতেও পুরুষ লজ্জিত হয়। স্ত্রীর পক্ষেও এ প্রকার হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। দম্পতির প্রেম অতিশয় গভীর হইলেও প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের বন্ধন ও আত্মশাসন যাহাতে এই দুইয়ের অভাব না ঘটে সে বিষয়ে দম্পতির বিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক। নূতনের প্রতি মনুষ্যের বিশেষ আকর্ষণ। নূতন পাইলে পুরাতন অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য প্রেম সম্বন্ধে সে প্রকার হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ। স্ত্রীপ্রকৃতি সাধারণতঃ শান্ত ও গম্ভীর তাহারা যেমন দৃঢ়ভাবে একজনের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে অনেক পুরুষ সেরূপ পারে না। এ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায় নানা প্রকার প্রতিবন্ধক তাহাদিগের নাই, অতএব পুরুষেরা সহজেই বিপথগামী হইতে পারে। সুবিধা পাইলে ও ধর্ম্মভাবের অভাব হইলে স্ত্রীলোকও যে সৎস্বভাবাপন্ন থাকিতে পারে তাহাও বলা যায় না। বরং স্ত্রীচরিত্রে মন্দ অভ্যাস একবার ঘটিলে ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। নরনারীর মধ্যে যতদূর ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে পারে ততই মঙ্গল। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন প্রলোভন হইতে মুক্ত হওয়ার আর অন্য উপায় নাই, ইহাই মনুষ্য জীবনের প্রধান অবলম্বন।

প্রেমরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতে হইলে একজন সারথির নিয়ত আবশ্যক হয়, ধর্ম্মরজ্জু দ্বারা মানবাত্মা আপনা হইতেই

সংযত হইয়া আইসে, অতএব ধর্ম্মবন্ধনই যথার্থ দৃঢ় বন্ধন, ইহা দ্বারা পাপ প্রলোভন দূরে পলায়ন করে। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন উদ্ধত-প্রকৃতিক যুবক যুবতী বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার করে না, তাহারা বলে "চিরজীবন একজনকে ভাল-বাসা অতি কঠিন ব্যাপার। পরস্পরের মনের অনৈক্য হইলে সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া কলহ বিবাদে দিন কর্ত্তন করিয়া কি লাভ ? বরং স্বাধীনভাবে থাকিয়া যতদিন প্রণয় থাকে ততদিন একত্র বাস করাই অধিক সুখকর। বিবাহের দৃঢ়বন্ধন কেবল কষ্ট ও অনর্থের মূল।" এ প্রকার মত যে নিতান্ত দোষকর ও অনিষ্টকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিবাহবন্ধনই সমাজ গঠনের মূল, নরনারীর চরিত্রের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিবাহবন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ বিবাহ ভিন্ন সংসারে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, এজন্য কোন প্রকার পারিবারিকবন্ধন হয় না সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় সুখভোগ কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ বিবাহাভাবে সন্তানের পিতার কোন নিশ্চয়তা থাকে না এজন্য সন্তান সন্ততি পিতৃস্নেহ ও পিতৃদত্ত অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীজাতি সন্তানপালন ও অর্থোপার্জ্জন এই দুই গুরুতর কার্য্য একদা সাধন করিতে পারে না। বিবাহাভাবে স্ত্রীলোকের পুরুষাপেক্ষা অধিকতর কষ্টভোগ করিতে হয়। সন্তানের সমস্ত ভারই মাতার উপর পড়ে।

বিবাহবন্ধন না থাকিলে পুরুষেরা একেবারেই স্বাধীন, অর্থোপার্জ্জন হেতু যে কষ্ট পাইতে হয় তাহারও তত প্রয়োজন থাকে না। এদিকে অর্থোপার্জ্জন ও সন্তানপালন এই উভয়বিধ গুরুতর কার্য্যের ভার স্ত্রীলোকের স্কন্ধে পতিত হয়। এই দুই গুরুতর ভার একা স্ত্রীলোকের বহন করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ পিতা পুত্রের অনিশ্চয়তা হেতু পুরুষের নিকট হইতে প্রতিপালনের কোন সাহায্যলাভেও সমর্থ হয় না। অর্থোপার্জ্জন ও সন্তানপালন এই দুই কঠিন কার্য্যের ভার একা স্ত্রীলোকের উপর পতিত হইলে অচিরেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিরন্তর কঠিন পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হয় এজন্য শরীর রুগ্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। শরীরের সঙ্গে মনের যোগ সর্ব্বদাই দেখা যায়, শরীর রুগ্ন হইলে হৃদয়ের ভালবাসা ও অনুরাগ ক্রমেই অন্তর্হিত হয়; অতএব বন্ধনহীন, উদ্দেশ্যবিহীন প্রেম অচিরেই তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। রোগে সেবা ও শোকে সান্ত্বনা করিবার আর কেহ থাকে না। এইরূপে গুপ্তপ্রেম গুপ্তভাবেই পলায়ন করে।

বিবাহ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ দাম্পত্য প্রেম লাভ করে ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্ত হইয়া অপত্যস্নেহ জনিত নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করে। অর্থ সঞ্চয়ে মনুষ্যের একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং সেই সঞ্চিত অর্থ সন্তানে প্রদান করিতে পারিলেই অধিক সুখ ও তৃপ্তি হয়, তদভাবে পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনে শিথিল প্রযত্ন হইয়া পড়ে। বিবাহের দৃঢ়বন্ধন না থাকিলে কি পারিবারিক

কি আর্থিক কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ সুখ হয় না। এক স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ এবং এক স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণে অধিক সুখের সম্ভাবনা কোথায়? বিবাহ দ্বারা যাহাকে শরীর মনের অর্দ্ধাংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহার প্রতি বীতস্নেহ ও কর্ত্তব্যবিহীন হওয়া অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য; নিতান্ত পৈশাচিকমন ভিন্ন এরূপ ইচ্ছা হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি হৃদয়ে প্রেম থাকে তবে কেনই বা একজনকে ভালবাসা কষ্টকর হইবে। প্রকৃত প্রেমের বিভাগ হয় না, ইহা একসময় একাধিক পাত্রে সমর্পণ করা যায় না। ঘটনাসূত্রে যদি কাহারো প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই প্রেম বিভাগ করিতে যাওয়া যায় তদ্দারা জনসমাজে নিন্দা ও অপযশের সীমা থাকে না; কাহারও কাহারও ভাগ্যে বিশেষ লাঞ্ছনা ঘটে। যদি কাহারও হৃদয়ে নূতন নূতন প্রেমতৃষ্ণা বলবতী হয় তবে ভবিষ্যৎ অনিষ্টচিন্তা দ্বারা সে ভাবকে দলন করা উচিত। নূতন প্রেম অপেক্ষা পুরাতন প্রেম অধিক সুখকর ও শান্তি প্রদান করে। ঘরের শয্যা বাসনপত্র যেমন কিছুকাল ব্যবহার করিলে পুরাতন ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়, মনুষ্য হৃদয়ের প্রেমও কি সে প্রকার? প্রেম পবিত্র ও স্বর্গীয় বস্তু, উহার উন্নতিই সম্ভব। দিন দিনই প্রেম উৎকর্ষতা লাভ করে। নিতান্ত নীচহৃদয় ভিন্ন প্রেমের অবনতি হয় না।

সকল বিষয়েই সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করিতে হয়; জগতে সম্পূর্ণ সুখী কেহই নহে। অথবা

সমস্ত দুঃখ কেবল একজনকেই ভোগ করিতে হয় না। সংসারের প্রায় সমস্ত ঘটনাই সুখ দুঃখ মিশ্রিত, ইহা ঈশ্বরের অব্যর্থ নিয়ম ও সৃষ্টির ধর্ম্ম। দুঃখ কষ্ট না থাকিলে কি দিয়া সুখের তারতম্য করা যাইত। মনুষ্য অনেক সময় সুখের আশায় ভ্রমণ করিতে করিতে অধিকতর কষ্টে পতিত হয়। মনুষ্যের আশার শেষ নাই, বাসনার সীমা নাই, যত সুখ সম্পদ প্রাপ্ত হয় আশা ততোধিক বর্দ্ধিত হয়। একারণ মনুষ্যের সুখলালসা বর্দ্ধিত ও সদাই অপূর্ণ থাকে। কখন কখন কাল্পনিক সুখের আশা মনে উপস্থিত হইয়া মনকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে; তখন ভ্রান্ত মানব সেই ভাবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করে এবং নিজের ভ্রমাত্মক মত সকল যুক্তি ও তর্ক দ্বারা অভ্রান্ত বলিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয় না। প্রকৃত দিব্যজ্ঞানের অভাব হইলেই নানা প্রকার ভ্রমঘটিয়া থাকে। এই সকল জঘন্য মতের প্রতিপোষক অতি অল্প লোকেই হয়, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। অসভ্যজাতির মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, তাহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া বাস করে এবং যখন ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু তদ্দারা তাহাদিগকে সুখী বলিয়া জানা যায় না। যেহেতু তাহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ, মারামারী কাটাকাটি চলিয়া থাকে ইহা কাহারও অবিদিত নহে। যাহারা একবার সভ্যজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে তাহারা আবার এই জঘন্য নিয়মের পুনরুদ্ধার দ্বারা সুখী হইতে পারিবে, ইহা কল্পনার অতীত

বিষয়। বিবাহ নিয়ম না থাকিলে সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। বিবাহসম্বন্ধ না থাকিলে সমাজে যে সকল অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। এই মতের পোষকতা যে নিতান্ত অধঃপতনের কারণ তাহা বলা বাহুল্য। এ সংসারে মনুষ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব, অতএব সকল বিষয়েই যাহাতে মনুষ্যচরিত্রের মহদ্‌ভাব ও উচ্চ গৌরব বৰ্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে সকল মানবেরই যত্ন করা উচিত।

সম্প্রতি কৃতবিদ্য উন্নতিশীল ব্যক্তিদিগের মতানুসারে অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে তাহার সংশোধনে অনেকেই তৎপর হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত মঙ্গল-জনক বলিতে হইবে। কিন্তু বিবাহের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। পনর হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত সময়। এই বয়সে নরনারীর শরীর ও মন উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের হৃদয়ে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় তাহা পূর্ণ না হইলে শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে নরনারীর উন্নতির বিঘ্ন ঘটে, অপরিণত বয়সে সন্তান জন্মিয়া পিতামাতার শোকের কারণ হয়। নিস্তেজ বৃক্ষের ফল যেমন অসময়ে ঝরিয়া পড়ে তেমন অনুপযুক্ত বয়সে সন্তান জন্মিলে তাহার অকালমৃত্যু একপ্রকার নির্দ্ধারিত। ইহা দ্বারা মাতার শরীর রুগ্ন ও ক্লিষ্ট হয়। এ সকল কারণে নরনারীর দেহে অকাল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, অতএব ইহার নিবারণ নিতান্তই আবশ্যক। পক্ষান্তরে বৃদ্ধবয়সের বিবাহ ততোধিক অনিষ্টকারী। বৃদ্ধবয়সের সন্তানও তেমন সবল হয় না। পিতামাতা সন্তান সন্ততিগণের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করাইয়া সকল প্রকার উন্নতি সাধনে তাহাদের জীবনকে অগ্রসর করাইয়া যাইতে পারেন না। পিতামাতার স্নেহদৃষ্টি ও মঙ্গলেচ্ছা যেমন সন্তানের উন্নতির সহায় তেমন আর কিছু নহে। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গলার্থে অর্থ সামর্থ্য সাধ্যমত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কখন কখন দেখা যায় নিজেরা অনশনে দিনযাপন করিয়াও সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কোথায় পাওয়া যায়। এই অকৃত্রিম ভালবাসা জীবের মঙ্গলহেতু কেবল পিতামাতার অন্তরেই বাস করে। যৌবনাবস্থায় নরনারীর বিবাহ মিলন যেমন সুখকর হইয়া থাকে, বাল্যাবস্থা কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায় সে প্রকার কখন হইতে পারে না। তথাপি বাল্যকালের বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যৎ সুখের আশা থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় নিস্তেজ বহ্নির প্রায় অচিরেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অতএব যথাসময়ে বিবাহ হওয়াই অধিকতর মঙ্গলজনক।

সম্প্রতি কৃতবিদ্য যুবক যুবতীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজীবন অবিবাহিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই মত কি প্রকার ফল প্রসব করিবে তাহা নিতান্ত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা পুরুষের বিশেষ অনিষ্ট

হউক আর না হউক স্ত্রীজাতির অনিষ্ট নিশ্চয়। সত্যবটে ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে অনেকেই বিবাহ না করিয়া জীবন কাটায়, তাহার একটি কারণ এই যে দেশের পুরুষগণ প্রায়ই বিষয় কার্য্যানুরোধে বিদেশে বাস করে, সুতরাং পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের সকলের বিবাহ হওয়া কোনও মতে সম্ভবপর নহে। সেদেশে বাল্য বিবাহ কিম্বা বহুবিবাহ প্রথা একবারে অপ্রচলিত। সে দেশের কার্য্য ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। বিবাহ না করিয়াও স্ত্রীজাতি অনেক উপায়ে নিজেদের ভরণ পোষণ করিতে পারে। পুরুষদিগের জন্য যেমন বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত আছে স্ত্রীলোকের জন্যও সেইরূপ নানা প্রকার সুবিধা রহিয়াছে। অনেক ইংরাজ মহিলা আজীবন পরসেবা ও সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া সুখশান্তি ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাপন দেশের কত উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করেন, আবার এদেশে আসিয়া এদেশীয় গরিবদিগের কত উপকার করেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু এদেশীয় মহিলাদিগের চির জীবন অবিবাহিত থাকিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন দূরে থাকুক নিজেদের সামান্য ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা কঠিন। এদেশে সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করার সুবিধা একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যাহারা খৃষ্টান পাদ্রী রমণী-দিগের সহায়তা গ্রহণ করে কেবল তাহারাই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া কোন প্রকারে

জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। তাহা খৃষ্ট সমাজের অন্তর্ভূত স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভবপর, অন্য সমাজের পক্ষে নহে। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে স্ত্রীজাতির সম্মান অত্যন্ত অধিক; সকল অবস্থায় সকল শ্রেণীর পুরুষগণ স্ত্রীলোকের সম্মান ও সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশে একটী স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় কার্য্যান্বেষণে পদব্রজে ভ্রমণ করিলে পুরুষদিগের দ্বারা তাহার কোন-প্রকার সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক বরং বিপদে পতনেরই অধিক সম্ভাবনা। এদেশে বহুকালাবধি স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষদিগের কোন প্রকার সম্মান ও উচ্চ ভাব নাই। যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের নিকট গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের খেলানা ও ক্রীড়ার জিনিস, যে দেশে স্ত্রীজাতি সামান্য পরিচারিকার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, সে দেশের স্ত্রীজাতির এ প্রকার উচ্চ আশা দুরাশামাত্র। বিষয় কার্য্য দ্বারা জীবন যাপনের উপায় ভিন্ন অবিবাহিত থাকা এদেশীয় ভদ্রকন্যাদিগের পক্ষে অসম্ভব। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে অনেকেরই অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়, কোন কোন পিতা-মাতা অপরিমিত ব্যয় দ্বারা দরিদ্রাবস্থাপন্ন হয়। অথবা কেহ কেহ আজীবন দরিদ্রই থাকে, তাহাদের কন্যাগণ অবিবাহিত থাকিলে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কোন কোন গৃহে কন্যাগণ পিতার ধন মানে এত গৌরবান্বিত হইয়া পড়ে যে ঠিক পিতার ন্যায় উচ্চপদস্থ স্বামী না পাইলে তাহাদের

বিবাহে রুচি হয় না। অনেক সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য বিবাহার্থী যুবককে তাহারা বিমুখ করিয়া থাকে। কিন্তু পিতা মাতার অবর্ত্তমানে তাহাদের বিবাহের আর তেমন সুযোগ ঘটে না। তখন প্রায়ই তাহাদের আর্থিক কষ্ট হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অর্থাগমের কোন পথই থাকে না, এমন কি অবিবাহিতা কন্যাদিগের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতিশয় কঠিন হয়। কন্যাগণ পিতা মাতার বর্ত্তমানে অনেকেই সুখ স্বচ্ছন্দে ও আদরে লালিত পালিত হয়, বিবাহ হইলে স্বামীর দ্বারা সে সকল পূর্ণ হয়, কাহারো বা তদপেক্ষা উন্নতাবস্থাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় সে সব হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অতএব এদেশীয় কন্যাদিগের সময়োচিত বিবাহ হওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে কন্যাদিগের উচ্চাভিলাষ ও বস্ত্রালঙ্কার প্রিয়তার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেক কৃতবিদ্য যুবক উপযুক্ত অর্থাভাবে বিবাহে বিমুখ হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "বিবাহের গুরুতর ব্যয় সকল যোগাইবার উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ না করাই উচিত।" অনেকেই ধনী মধ্যে গণ্য হইতে পারে না সুতরাং তাহাদের বিবাহের কোন আশাই থাকে না। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না করিয়া যৌবন কালটা কেবল টাকা টাকা করিয়া কাটাইয়া দিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পরলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করায় কি লাভ? স্ত্রী পুত্র লইয়া কেহই পরলোক গমন করিতে পারে না। এ সকল ভাব

নব্য যুবক যুবতীদিগের উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য যুবক ধনী হউক আর নাই হউক পরিবার পালনের উপযুক্ত হইলেই বিবাহের যোগ্য। কন্যাগণ বিলাসিতার প্রশ্রয় না দিয়া স্বামীর অবস্থানুরূপ চলিতে শিখিলে প্রচুর সম্পত্তি ভিন্নও সুখী হইতে পারে। আপনাপন অবস্থানুরূপ চলিতে জানিলে অনেক অভাব দূর হয়, এবং অনেক কষ্ট তিরোহিত হয়। সকলের অবস্থা কখন সমান হয় না, প্রত্যেকেরই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অসম্ভাব্য উচ্চাভিলাষ দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। যাহারা আপনার অবস্থায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে তাহারাই যথার্থ সুখী। উপরের দিকে দৃষ্টি করিলে যেমন ধনীলোকের বিচিত্র প্রাসাদ, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, ষোড়শোপচারে ভোজন ও বহুসংখ্যক দাস দাসীর আড়ম্বর দেখা যায়; আবার যত নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় দীন দরিদ্রদিগের ভগ্নকুটীর অনশন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে দিনপাত প্রভৃতি অতি শোচনীয় দৃশ্য সকলও নয়নগোচর হয়। এ সকল দেখিয়া যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া থাকে তাহার হৃদয় বিগলিত না হইয়া পারে না। যদি কেহ নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কষ্টভোগ করে, তাহাদের এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। আর যাহারা অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া কেবল ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয় করে, পরদুঃখে বিগলিত হয় না, পাছে দান করিলে আত্মসুখের ব্যাঘাত হয়,

তাহারা অতীব নীচাশয়। তাহাদের অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া অসৎকার্য্যেই অধিক খরচ হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরদত্ত অতুল সম্পদের অবমাননা হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে লোকের সকল প্রকার অভাবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিই অভাবের কারণ। এ প্রকার সুখাকাঙ্ক্ষা দ্বারা ঘরে ঘরে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়াও ভাল খাওয়া ভাল পড়া ছাড়িতে পারে না, তাহারা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া অগাধ ঋণজালে জড়িত হয়, অবশেষে অনেক কষ্ট-ভোগ হইয়া থাকে। অতএব আপনাপন অবস্থানুরূপ চলিতে শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। আয় অনুসারে ব্যয় করিতে পারিলেই কোন কষ্টভোগ হয় না। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অকপট প্রেমই প্রকৃত সুখের মূল, তদভাবে অতুল ধনসম্পত্তি বিষয়বিভবও যথার্থ সুখশান্তি প্রদানে সমর্থ হয় না। যাহারা কেবল ধন মান লাভের জন্য বিবাহ করে তাহারা সংসারে সুখী হয় না, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় হয় না, অতএব তাহারা দাম্পত্য সুখসম্ভোগে অসমর্থ হয়।

প্রতিদেশে প্রতিদিন কত বিবাহ হইতেছে আদর্শ দম্পতি তন্মধ্যে কয়জন পাওয়া যায়? আদর্শ জীবনের গঠন স্বতন্ত্র। সত্য বটে সদভ্যাস ও সচ্চরিত্রতা কোন কোন মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক কিন্তু তথাপি সেই জীবন যথার্থ আদর্শ হয় না, যথার্থ

আদর্শ জীবন গঠিত হইতে অনেক শিক্ষা ও সতর্কতা প্রয়োজন। নীতিজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের সাধনই ইহার প্রধান সহায়। যে দম্পতি যথার্থ আদর্শ দম্পতি হইতে চান এই কঠোর সাধন তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত। ইহকাল ও পরকালে তাহারাই উচ্চাসনের উপযুক্ত। তাহাদের প্রেম অনন্তকাল ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রকাশ করে, ইহাই যথার্থ প্রেমের আদর্শ। তাহারাই জগতে ধন্য, তাহাদের সহিত অন্যের তুলনা হয় না।

বাল্যবিবাহ।

বহুকালাবধি বাল্যবিবাহ প্রথা এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের ও সমাজের কি প্রকার অমঙ্গল সংসাধিত হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাল্য-বিবাহ প্রথা কেবল হিন্দু সমাজেই নিবদ্ধ। এই প্রথানুসারে ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই বালিকাদিগের পরিণয় হইয়া থাকে, কখন কখন তদপেক্ষা অল্প বয়সেও বিবাহ হয়। কোন কারণে কন্যার বয়স ১২।১৩ বৎসরের বেশী হইলে কন্যার পিতাকে সমাজ ও আত্মীয় স্বজনদিগের বিশেষ অনুযোগ ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। এমন কি জাতিভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। অনেকে বালিকার উপর পর্য্যন্ত নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রুপ

করিতে ত্রুটী করে না। সমাজের এ প্রকার অত্যাচার ও কুনিয়ম বশতঃ অনেক পিতা উপযুক্ত পাত্রাভাবে কুপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যে প্রকারেই হউক নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতে হয়। কোন কোন স্থলে অজ্ঞান শিশু সন্তানের বিবাহ পিতামাতার একটী আমোদের জিনিস হয়. এজন্য যদি ভাবীবর ও কন্যার পিতামাতার মধ্যে সখ্যভাব থাকে ও উভয় পক্ষেরই সন্তান সন্ততি সম্ভব হয় তবে তাহারা একের পুত্র সন্তান ও অন্যের কন্যা সন্তান জন্মিলে বিবাহ দিবে এ প্রকার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। তদনুরূপ সন্তান জন্মিলে বৎসরের মধ্যে বিবাহ প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরস্পরের বন্ধুতা দৃঢ় হয় এবং শিশু দম্পতি পুতুলের ন্যায় খেলা করিয়া পিতামাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীর আনন্দ বর্দ্ধন করে। বিবাহের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এ সকল পিতামাতা যে একেবারে অন্ধ ও অনভিজ্ঞ, এই প্রকার বিবাহই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার বিবাহ দ্বারা যে পরস্পরের উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটে তাহা নিশ্চয়। কি শারীরিক কি মানসিক সকল রকম উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত প্রদান করা হয়। বাল্যবিবাহই বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতার অন্যতর কারণ। বাল্যবিবাহ দ্বারা বালক বালিকার অকাল পরিপক্কতা ঘটে। শিশু হৃদয়ে যৌবনোচিত প্রেম ও অনুরাগ অস্বাভাবিক। তদ্দ্বারা বালকদিগের বিদ্যা-

শিক্ষার উৎসাহ নষ্ট হয়। বাল্যকাল শিক্ষার সময়, এ সময়ে শিশুগণ বিদ্যাভ্যাস করিবে না প্রেমালাপ ও প্রেম চিন্তা করিবে? যে সকল ভাব সময়ানুসারে আপনা হইতেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহা বল পূর্ব্বক বিকসিত করিতে গেলে তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায় ও উভয় জীবনের উন্নতির বিঘ্ন ঘটে। পিতামাতার এ প্রকার অবিবেচনা কত শত সন্তানের অবনতির কারণ হয়। পূর্ব্বকালে অনেক পিতামাতা সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও উৎসাহ হীন ছিলেন। পূর্ব্বে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া বিষয়কর্ম্ম মোটামুটি রকম বুঝিতে পারিলেই হইত। বিষয় কার্য্যেরও এত বিস্তার ছিল না, অন্ন বস্ত্রেরও তেমন আড়ম্বর ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রকার ভাব চলিবে কেন? এখন সকল সমাজেই ভাল খাওয়া ভাল থাকার ব্যয় বাহুল্য অতএব পূর্ব্ব প্রথা সকল বিদ্যমান থাকিলে দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। বিবাহ বন্ধন দ্বারা বালকদিগের হস্ত পদ বান্ধিয়া দিলে তাহারা কোন প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন, এত অল্প বয়সে ছেলেরা ভালবাসার কি জানে? ভালবাসা না বুঝিলে বিবাহ নাম মাত্র, এই বিবাহ দ্বারা কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই ইহা তাহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। হিন্দুসমাজে দশম বর্ষীয়া বালিকা ও ১৪।১৫ বৎসরের বালকের যে প্রেম বর্ত্তমান সময়ের ২০ বৎসরের যুবক যুবতীতেও সে

প্রকার সম্ভবে না। সে সময় বালিকারা জানিত স্বামীর ধন মান যশ থাকুক আর নাই থাকুক যে স্বামী সেই দেবতা, সেই পূজ্য। সে রূপবান গুণবান হউক আর নাই হউক, তাহার ধন-মান বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই ইহকালে ও পরকালে সকল প্রকার সুখের অধিকারিণী হওয়া যাইতে পারিবে। এই ভাবে বালিকাগণ আপনাপন স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। পুরুষগণ স্ত্রীদিগের এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও নির্ভরের ভাব দেখিয়া ক্রমে অনুরক্ত হইত। বিলাসিতা ছিল না বলিয়া সামান্য অর্থ দ্বারাই অনায়াসে পরিবারের ভরণ পোষণ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য সমাজ তাহার বিপরীত। স্ত্রীলোকেরা ভাবে বিদ্যাহীন অর্থহীন পতিলাভ বিড়ম্বনার কারণ, পুরুষেরা ভাবে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার যোগাইতে না পারিলে বিবাহ না করাই ভাল। অতএব এ সম্বন্ধে সেকাল ও একালে বিশেষ প্রভেদ। যে সময়ের যে প্রকার আচার ব্যবহার তাহা করিতেই হইবে। সেকালের নিয়ম সকল অনেক চেষ্টায়ও কেহ বজায় রাখিতে পারিবে না। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে কি প্রকার রীতি নীতির অনুকরণ করিলে যথার্থ মঙ্গল হয় তাহাই সাধারণের বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। পঞ্চম বৎসর গত হইতে না হইতে পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত